দোলন চাঁপা

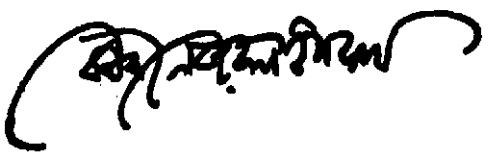

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পদ্মলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!

আসল হাসি, আসল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুজ ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আসল উদাস, শ্বস্‌ল হতাশ,
সৃষ্টিছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুট্‌লো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাকপাণির শূল আসে!

ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ হাসল আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল

কাপ লাগে ঐ দিক-বাসে
গো দিপ্‌বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙন এলো রক্ত প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ কপট কোপের ভূল ধরি,
ঐ আসল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ ফোটে-না' বাণীর বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাস!

আজ আসল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আসল নিকট আসল সুদূর
আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-পাজন উচ্ছাসে!
ঐ আসল আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুর্বাঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ জাগল সাগর, হাসল মরু
কাঁপল ভূধর, কানন-তরু
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে!
মন ছুটছে গো আজ বল্গাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

সূচীপত্র

১।	দোদুল দুল	৭
২।	বেলাশেষে	১০
৩।	পউষ	১২
৪।	পথহারা	১৩
৫।	ব্যথা-গরব	১৪
৬।	উপেক্ষিত	১৫
৭।	সমর্পণ	১৬
৮।	পুবের চাতক	১৭
৯।	অবেলার ডাক	১৮
১০।	চপল সাথী	২২
১১।	পূজারিণী	২৩
১২।	অভিশাপ	৩৭
১৩।	আশান্বিতা	৪০
১৪।	পিছু-ডাক	৪২
১৫।	মুখরা	৪৩
১৬।	সাধের ভিখারিনী	৪৪
১৭।	কবি-রানী	৪৫
১৮।	আশা	৪৬
১৯।	শেষ প্রার্থনা	৪৬
২০।	সে যে চাতকই জানে	৪৮

দোদুল দুল

[আরবী 'মোতাকারিব্' ছন্দ]

দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!
বেণীর বাঁধ
আলগ্-ছাঁদ,
আলগ্-ছাঁদ
খোঁপায় ফুল
কানের দুল
খোঁপায় ফুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

অলক-ছায়
কপোল-ছায়,
পরশ চায়
অলস চুল
বিনুন্-বিন্
কেশের উল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

অসম্বৃত্
কাঁখের ভিত্,
অসম্বৃত্
পিঠের চুল,
লোহিত পীত
নোলক দুল
দোদুল দুল্

দোদুল দুল্!

সোহাগ্-ঘায়
দোলন্-পায়
কাঁপন খায়
আপন পায়,
পায়ের নখ
মাথার চুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

পরাগ-ফাগ
ছড়ায় আজ
শিরাজ-বাগ
ইরান-গুল,
দোলন্-দোল
দে বুলবুল,
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

কাঁকন চায়
নাচন ফিন্
রিমিক ঝিম
ঝিমিক ঝিম!
আঁচল-বীণ
চাবির রিং
বুলায় নিঁদ
চুলায় চুল্
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

নিশাস-রেশ
কাঁপায় বেশ
মোতির হার

হিয়ার দেশ।
কাঁপায় শেষ
প্রাণের কূল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

বুকের কোল
আদর ঘায়
দোলায় দোল্
দোলায় দোল্
শরম-লোল
মরম-মূল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

কলস্-কাখ
পুকুর যায়,
আঁচল চায়
চুমায় ধূল,
দখিন্ হাত
ঝুলন্ ঝুল্
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

কাঁকাল ক্ষীণ
মরাল গ্রীব
ভুলায় জড়ু-
ভুলায় জীব,
গমন্-দোল্
অতুল্ তুল্
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

হাসির ভাস,

ব্যথার শ্বাস,
চপল চোখ,
আঁখির লাস,
নয়ন-নীর
অধর-ফুল
রাতুল তুল
রাতুল তুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!

মৃণাল-হাত,
নয়ন-পাত
গালের টোল,
চিবুক দোল
সকল কাজ
করায় ভুল,
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল?
কোথায় তুল
কোথায় তুল?
স্বরূপ তার
অতুল তুল,
রাতুল তুল,
কোথায় তুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্!!

বেলাশেষে

ধরণী দিয়াছে তার
গাঢ় বেদনার
রাঙা মাটি-রাঙা ম্লান ধূসর আঁচলখানি

দিগন্তের কোলে কোলে টানি।
পাখী উড়ে যায় যেন কোন্ মেঘ-লোক হ'তে
সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা গৃহ-পানে ঘর-ডাকা পথে।
আকাশের অন্ত-বাতায়নে
অনন্ত দিনের কোন্ বিরহিণী জনে
জ্বালাইয়া কনক-প্রদীপখানি
উদয়-পথের পানে যায় তার অশ্রু চোখ হানি'।
'আসি' -ব'লে-চ'লে-যাওয়া বুঝি তার প্রিয়তম আশে,
অস্ত-দেশ হ'য়ে ওঠে মেঘ-বাষ্প-তারাতুর তারি দীর্ঘশ্বাসে।
আদিম কালের ঐ বিষাদিনী বালিকার পথ-চাওয়া চোখে—
পথ-পানে-চাওয়া-ছলে দ্বারে-আনা সন্ধ্যা-দীপালোকে
মাতা-বসুধার মমতার ছায়া পড়ে।
করুণার কাঁদন ঘনায় নত-আঁখি স্তব্ধ দিগন্তরে।
কাঙালিনী ধরা-মার অনাদি কালের মত অনন্ত বেদনা
হেমন্তের এমনি সন্ধ্যায় যুগাযুগ ধরি' বুঝি হারায় চেতনা।
উপুড় হইয়া সেই স্তূপীকৃত বেদনার ভার
মুখ গুঁজে পড়ে থাকে; ব্যথা-গন্ধ তার
গুমরিয়া গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে যায়
এমনি নীরবে শান্ত এমনি সন্ধ্যায়।...
ক্রমে নিশীথিনী আসে ছড়াইয়া ধূলায়-মলিন এলোচুল,
সন্ধ্যা-তারা নিবে যায়, হারা হয় দিবসের কূল।...

তারি মাঝে কেন যেন অকারণে হায়
আমার দু' চোখ পুরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।
বুকে বাজে হাহাকার-করতালি,
কে বিরহী কেঁদে যায় "খালি, সব খালি!
ঐ নভ, এই ধরা, এই সন্ধ্যালোক,
নিখিলের করুণা যা-কিছু তোর তরে তাহাদের অশ্রুহীন চোখ!"
মনে পড়ে—তাই শুনে মনে পড়ে মম
কত না মন্দিরে গিয়ে পথের সে লাথি খাওয়া ভিখারীর সম
প্রসাদ মাগিনু আমি—
"দ্বার খোলো, পূজারী দুয়ারে তব আগত যে স্বামী!"
খুলিল দুয়ার, দেউলের বুকে দেখিনু দেবতা,
পূজা দিনু রক্ত-অশ্রু, দেবতার মুখে নাই কথা।

হায় হায় এ যে সেই অশ্রুহীন-চোখ,
কেঁদে ফিরি, "ওগো এ কি প্রেমহীন অনাদর-হানা দেবলোক।
ওরে মূঢ়! দেবতা কোথায়?
পাষাণ-প্রতিমা এরা, অশ্রু দেখে নিষ্পলক অকরুণ মায়াহীন
চোখে শুধু চায়।

এরাই দেবতা, যাচি প্রেম ইহাদেরই কাছে,
অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূ'র কাছে হায় জল-ধারা যাচে।

আমার সে চারি পাশে ঘরে ঘরে কত পূজা কত আয়োজন,
তাই দেখে কাঁদে আর ফিরে ফিরে চায় মোর ভালবাসা-ক্ষুধাতুর মন,
অপমানে পুনঃ ফিরে আসে,
ভয় হয়, ব্যাকুলতা দেখি মোর কি জানি কখন্ কে হাসে।
দেবতার হাসি আছে, অশ্রু নাই;
ওরে মোর যুগ-যুগ-অনাদৃত হিয়া, আর ফিরে যাই!...
এই সাঝে মনে হয়, শূন্য চেয়ে আরো এক মহাশূন্য রাজে
দেবতার-পায়ে-ঠেলা এই শূন্য মম হিয়া-মাঝে।
আমার এই ক্লিষ্ট ভালোবাসা,
তাই বুঝি হেন সর্বনাশা।
প্রেয়সীর কণ্ঠে কভু এই ভুজ এই বাহু জড়াবে না আর,
উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাসা মালা নয়, খর তরবার।

পউষ

পউষ এলো গো!
পউষ এলো অশ্রু-পাথর হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এলো গো—
কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে।।
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথ যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ—হা) মলিন চোখে চায়।

পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে।।

পউষ এলো গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো! পউষ এলো—
শুক্‌নো নিশাস্, কাঁপন-তারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ—হা) ভাঙা গলার সুর—
'ওঠ পথিক! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে'।।

পথহারা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন্ অনেক দূরে যাবে—
উদাস পথিক ভাবে।
'ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে;
পথের পথিক পথেই ব'সে থাকে,
জানে না সে কে তাহারে চাহে।
উদাস পথিক ভাবে।
বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাখায় দিগবধূদের কেশে,
ডাক্‌তে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—
উদাস পথিক ভাবে।
বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,
একলা থাকার গানখানি সে গাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধার আধার বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়
আর কি পূবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

ব্যথা—গরব

তোমার কাছে নাই অজানা কোথায় আমার ব্যথা বাজে।
ওগো প্রিয়! তবু এত ছল করা কি তোমার সাজে?
কেন তোমার অনাদরে বক্ষ আমার ডুক্‌রে ওঠে,
চোখ ফেটে জল পড়িয়ে পড়ে, কল্‌জে ছিঁড়ে রক্ত ছোটে।
এ অভিমান এ ব্যথা মোর
জানি, জান, হে মনচোর,
তবু কেন এমন কঠোর
বুঝতে আমি পারি না যে!
অন্‌হেলা না পুলক-লাজে।।
যখন ভাবি আমার আদর কতই তোমায় হানে বেদন,
বুকের ভিতর আছড়ে পড়ে অসহায়ের হতাশ রোদন
যতই আমায় সইতে পার
আঁকড়ে ততই ধরি আরো;
মারো প্রিয় আরো মারো
তোমার আঘাত-চিহ্ন রাজে
যেন আমার বুকের মাঝে।।

মনে পড়ে সেদিন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে অঘোর ঘুমে
এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙুল চুমে।
আমার অশ্রু-আঘাত লেগে
চম্‌কে তুমি উঠ্‌লে জেগে
চরণ আঘাত কর্‌লে রেগে
সেই পরশের সান্ত্বনা যে

আজো আমার মর্মে রাজে।।
এমনি তোমার পদ্মপায়ের আঘাত–সোহাগ দিয়ো দিয়ো
এই ব্যথিত বুকে আমার, ওগো নিঠুর পরান–প্রিয়!
সেই পদ–চিন বক্ষে রেখে
ভগবানে কইব ডেকে—
'ছাই ভূতপদ, যাও হে দেখে
কি কৌস্তুভ এ হিয়ায় রাজে'!
মরবে হরি হিংসা–লাজে।।

বিজয়িনী ভালোবাসার গর্বে এ বুক উঠবে দুলে,
সর্বহারার হাহাকার আর কাঁদবে না কো চিত্ত–কূলে।
এই যে তোমার অবহেলা
তাই নিয়ে মোর কাটবে বেলা,
হেলাফেলার বসবে মেলা,
একলা আমার বুকের মাঝে,
সুখে দুখে সকল কাজে।।

উপেক্ষিত

কান্না–হাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাটল বেলা,
কখন্ তুমি ডাক দেবে মা, কখন্ আমি ভাঙব খেলা?
অজানাকে আন্‌তে জিনে
জগৎটাকে ফেল্‌নু চিনে,
চাই যারে মা তায় দেখি নে
ফিরে এনু তাই একেলা
পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বক্ষে বিঁধে অবহেলা।।

আজ্‌কে বড় শ্রান্ত আমি আশায় আশায় মিথ্যা ঘুরে,
ও মা এখন বুকে ধর, মরণ আসে ঐ অদূরে!
সৃষ্টিটাকে পায়ের তলে
এনেছি মা হেসায় দ'লে,

হৃদয় শুধু জিনতে বলে
খেয়ে এনু পায়ের ঠেলা,—
আর সহে না মাগো এখন আমায় নিয়ে হেলাফেলা।।

বিশ্বজয়ের গর্ব আমার জয় করেছে ঐ পরাজয়,
ছিন্ন-আশা নেতিয়ে পড়ে, ও মা এসে দাও বরাভয়!
চারদিকে মা প্রবঞ্চনা
ভালোবাসার গিল্টিসোনা,
আজ মণি কাল ধূলি-কণা
জুয়ার হাট এই প্রেমের মেলা।
খুইয়েছি সব সাধের খেলায়, বুক ভেঙেছে হেলার ঢেলা!
এখন তুমি নাও মা কোলে, নয় অকূলে ভাসাই ভেলা।।

সমর্পণ

প্রিয়!

এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে।।
তোমার আঁখি কাজল-কালো
অকারণে লাগল ভালো
লাগল ভালো,
পথিক আমার পথ ভুলালো
সেই নয়নের জলে।
আজকে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও বলুক যে যা বলে।।

আজ দিপ্‌বালিকার আঁখি-পাতা অনেক দূরের কানন-ছায়ে
কাঁপছে অভিমানে,
একলা আমার পথ দেখাত ঐ বালিকাই চপল পায়ে
দিক হ'তে দিক্-পানে!

মুঠার মালিক ঠেলে পায়ে
এলেম তোমার কুটির দ্বারে
চরণ-ছায়ে,
ক্লান্তি আমার দাও মুছায়ে
দীপ-ঢাকা অঞ্চলে।
আপন মালা পরাও বালা পরাও আমার গলে!
এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।।

পুবের চাতক

সকাল-সাঁঝে চেয়ে থাকি পুব-গগনের পানে
কেন যে তা তার আঁখি আর আমার আঁখিই জানে।।
নদীপারের দেশে থাকি এম্‌নি তারও আঁখি পাখী
দিগ্‌বালিকার পুব-কপোলে চাওয়ার পাখা হানে।
চাওয়ায় চাওয়ায় চুমোচুমি রোজ মোদের ঐখানে।।

মোদের চোখের চুমুর মিলন ভোরের তারার পুবে,
সেই মিলনের ভরাট পুলক অস্তঘাটে ডুবে।
হারা সে চোখ নতুন ক'রে ভোরের আলোয় ওঠে ভ'রে
নিশি-জাগা আঁখির লালী লাগে উষার প্রাণে।
দূরের দেখা দুইটি চাওয়ার করুণ রেখা টানে।।

উদয়ঘাটে হাসে যখন পোড়ারমুখী শশী
শশীর মুখে চেয়ে ভাবি শশী তো নয় দোষী।
তার চোখের ঐ কাজল-রাগই রুচির চাঁদে করলে দাগী
কলঙ্কী চাঁদ কাজল-আঁখির সজল চাওয়ার বানে।
দোষী শশীর কলঙ্ক তা'র আঁখির স্মৃতি আনে।

পুবের দেশের চাতক আমি চাই না কো আন্ পানে,
তাই ত সেও তার চাহনি পুব গগনেই হানে।
সে থাকে মোর উদয়-দেশে তাই সে দেশে ভালোবেসে

তাকাই না গো পিছন পানের অস্তমরূদ্যানে,
পাছে তাহার বাজে ব্যথা কোমল অভিমানে।
যেদিন আমি বিদায় নেব শেষের খেয়া বেয়ে
জানি না তার আঁখি সেদিন থাকবে কোথায় চেয়ে।
তাই ত এখন মিটিয়ে ক্ষুধা চোখ ভ'রে পিই চোখের সুধা
দূরের বেদন ভুলায় মোর ঐ চাউনি-তরঙ্গ পানে।
এবার এ চোখ হারিয়ে গেলাম পুবের পরীস্থানে।।

অবেলার ডাক

অনেক করে বাস্‌তে ভালো পারি নি মা তখন যারে,
আজ অবেলায় তারেই মনে পড়ছে কেন বারেবারে।।
আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াতে নয়ন চুমে,
চুমুর পরে চুম দিয়ে ফের হানত আঘাত ভোরের ঘুমে।
ভাবতুম তখন এ কোন্ বালাই
করত এ প্রাণ পালাই পালাই।
আজ সে কথা মনে হয় ভাসি আলোর নয়ন ঝারে।
অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার ভারে।

তরুণ তাহার ভরাট বুকের উপ্‌চে-পড়া আদর সোহাগ
হেলায় দু'পায় দলেছি মা, আজ কেন হায় তার অনুরাগ?
এই চরণ সে বক্ষে চেপে
চুমেছে, আর দু'চোখ ছেপে
জল ঝরছে, তখনো মা কই নি কথা অহঙ্কারে,
এম্‌নি দারুণ হতাদরে করেছি মা, বিদায় তারে।।

দেখেওছিলাম বুক-ভরা তার অনাদরের আঘাত-কাঁটা,
দ্বার হ'তে সে দ্বারে খেয়ে সবার লাথি ঝাঁটা।
ভেবেছিলাম আমার কাছে
তার দরদের শান্তি আছে।

আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিন্‌তে-নেরে দেবতারে।
ভিক্ষুবেশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে।।
পথ ভুলে সে এসেছিল সে মোর সাধের রাজ-ভিখারী,
মাগো আমি ভিখারিনী, আমি কি তাঁয় চিন্‌তে পারি?
তাই মাগো তাঁর পূজার ডালা
নিই নি' নিই নি মণির মালা
দেবতা আমার নিজে আমায় পূজল ষোড়শ-উপচারে।
পূজারীকে চিন্‌লাম না মা পূজা-ধূমের অন্ধকারে।।

আমার চাওয়াই শেষ চাওয়া তাঁর মাগো আমি তা কি জানি?
ধরায় শুধু রইল ধরা রাজ-অতিথির বিদায় বাণী।
ওরে আমার ভালবাসা,
কোথায় বেঁধেছিলি বাসা
যখন আমার রাজা এসে দাঁড়িয়েছিল এই দুয়ারে?
নিঃশ্বসিয়া উঠ্‌ছে ধরা, নেই রে সে নেই খুজিস কারে!
সে যে পথের চিরপথিক, তার কি সহে ঘরের মায়া?
দূর হতে মা দূরান্তরে ডাকে তাকে পথের ছায়া।
মাঠের পারে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুর বাজে,
ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে?

মাগো আমার শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধরে রাখার?
তার তরে নয় ভালোবাসা সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ডাকার।
তাই মা আমার বুকের কপাট
খুলতে নারল তার করাঘাতে,
এমন তখন কেমন যেন বাসত ভালো আর কাহারে,
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে।

সোহাগে সে ধরতে যেত নিবিড় ক'রে বক্ষে চেপে,
হতভাগী পালিয়ে যেতাম তরে এ-বুক উঠ্‌ত কেঁপে।
রাজ-ভিখারীর আঁখির কালো
দূরে থেকেই লাগত ভালো,
আস্‌লে কাছে ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়ার অশ্রু-ভারে,

ব্যথায় কেমন মুষড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে।।

আজ কেন মা তারই মতন আমারো এই বুকের ক্ষুধা
চায় শুধু সেই হেলায় হারা আদর সোহাগ পরশ-সুধা।
আজ মনে হয় তাঁর সে বুকে
এ-মুখ চেপে নিবিড় সুখে
গভীর দুখের কাঁদন কেঁদে শেষ করে দিই এই আমারে,
যায় না কি মা আমার কাঁদন তাঁহার দেশের কানন-পারে?

আজ বুঝেছি এ জনমের আমার নিখিল শান্তি-আরাম
চুরি ক'রে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম।
হে বসন্তের রাজা আমার
নাও এসে মোর হার-মানা-হার
আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আর্তনাদের হাহাকারে,
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন ক'রে কাঁদতে পারে।
তোমার কথাই সত্য হ'ল পাষাণ ফেটেও রক্ত বহে,
দাবানলের দারুণ দাহ তুষার-গিরি আজকে দহে।
জ্বালল বুকে ভীষণ জোয়ার,
ভাঙল আগল ভাঙল দুয়ার,
মূকের বুকে দেবতা এলেন মুখর মুখে ভীম পাথারে।
বুক ফেটেছে মুখ ফেটেছে—মাগো মানা করছ কারে?

স্বর্গ আমার পেছে পড়ে তাঁরই চলে যাওয়ার সাথে,
এখন আমার একার বাসর দোসরহীন এই দুঃখরাতে।
ঘুম ভাঙাতে আসবে না সে
ভোর না হতেই শিয়র পাশে
আসবে না আর গভীর রাতে চুমু চুরির অভিসারে,
কাঁদবে ফিরে তাহার সাথী ঝড়ের রাতি বন্ধ পারে।

আজ পেলে তাঁর হুমড়ি খেয়ে পড়তুম মাগো ফুল পদে
বুকে ধরে পদ্-কোকনদ স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে।
বসতে দিতাম আধেক আঁচল,
সজল চোখের চোখ-ভরা জল
ভেজা কাজল মুছাতাম তার চোখে-মুখে অধর-ধারে,

আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে।

দেখ্‌তে মাগো তখন তোমার রাক্ষুসী এই সর্বনাশী
মুখ থুয়ে তার উদার বুকে বলত, "আমি ভালোবাসি।"
বল্‌তে গিয়ে সুখ-শরমে
লাল হয়ে গাল উঠত ঘেমে,
বুক হতে মুখ আস্‌ত নেমে লুটিয়ে কখন কোল-কিনারে,
দেখ্‌তুম মাগো তখন কেমন মান ক'রে সে থাক্‌তে পারে।

এম্‌নি এখন কতই আশা ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে
তাঁর ওপর মা অভিমানে, ব্যথায়, রাগে, অনুরাগে।
চোখের জলের ধ্বনি ক'রে
সে গেছে কোন্ দ্বীপান্তরে?
সে বুঝি মা, সাত সমুদ্দুর তের-নদীর সুদূর পারে?
ঝড়ের হাওয়া সেও বুঝি মা সে দূর-দেশে যেতে নারে?
তারে আমি ভালবাসি সে যদি তা পায় মা খবর,
চৌচির হয়ে পড়বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর।
চীৎকারে তার উঠবে কেঁপে
ধরার সাগর অশ্রু ছেপে,
উঠ্‌বে ক্ষেপে অগ্নি-গিরি সেই পাগলের হুহুঙ্কারে,
ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণি নেচে ঘিরবে তারে।

ছি মা! তুমি ডুক্‌রে কেন উঠ্‌ছ কেঁদে অমন করে?
তার চেয়ে মা তারই কোনো শোনা-কথা শুনাও মোরে।
শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ি।—ওকে খোলে
দুয়ার ওমা? ঝড় বুঝি মা তারই মত ধাক্কা মারে?
ঝোড়ো হাওয়া! ঝোড়ো হাওয়া! বন্ধু তোমার সাগর পারে!

সে কি হেথায় আসতে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে,
যে দেশে নেই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে!
তবু কেন থাকি থাকি

ইচ্ছা করে তারেই ডাকি!
যে কথা মোর রইল বাকী হায় সে কথা শুনাই কারে?
মাগো আমার প্রাণের কাঁদন আছড়ে মরে বুকের দ্বারে!

যাই তবে মা দেখা হ'লে আমার কথা বলো তারে—
রাজার পূজা—সে কি কভু ভিখারিনী ঠেলতে পারে?
মাগো আমি জানি জানি,
আস্‌বে আবার অভিমানী
খুঁজতে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটির-দ্বারে,
বলো তখন খুঁজতে তারেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে!

চপল সাথী

প্রিয়! সাম্‌লে কে'লে চলো এবার চপল তোমার চরণ!
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ।।
কোথায় দূরে নূপুর বাজে তোমার পায়ে,
হেথায় রোদন আমার ওঠে উথ্‌লায়ে,
তোমার উদাসীন ঐ বিষম চলার ঘায়ে
আজ কাঁপে আমার সকল শরম-ভরম।
এখন ঐ দ্বিধাহীন চরণ কর মোর বুকে সম্বরণ।
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ।।

তুমি চলার ঝোঁকে দেখ্‌ছো না হায় পড়ছে চরণ কোথায়,
ওগো চপল পরান-প্রিয়!
হের এবার তোমার পা পড়েছে আমার বুকের ব্যথায়
এখন ধীরে চরণ নিয়ো।
তোমার ঐ যে দোলন দোদুল-দোলা-চলায়,
আজ পথ-পাগলের পথের নেশা তোলায়,
এবার থামাও সে দোল আমার বুকের তলায়,

আর সরিয়ো না মোর ব্যথায়-বাজা চরণ।
আমার ব্যথায় রেঙে হোক ও-চরণ নিখিল-মনোহরণ।।
ঐ অধীর চরণ চলায় নেশায় হ'লে বিপথগামী
আমি বাঁচবো কি আর প্রিয়?
তোমার বিপথ সে যে আমার তরে মৃত্যু-আঘাত, স্বামি!
এখন ধীরে চরণ নিয়ো!

ওগো জানি জানি শুধু চলায় সুখে
তুমি পা ফেলেছো আমার ব্যথায় বুকে,
ঐ চলাই তোমার আমার পথীর দুখে,
শেষে প্রেম হ'য়ে সে ক'রলো অবতরণ।
আজ একা তোমার নয় ও-চরণ আমার নিখিল শরণ!
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ!
প্রিয় সাম্‌লে ফেলে চলো এবার চপল তোমার চরণ।।

পূজারিণী

এত দিনে অ-বেলায়—
প্রিয়তম!
ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণি সম
দিবাযামী
যবে আমি
নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণ-খেলায়—
এত দিনে অ-বেলায়
জানিলাম, আমি তোমা' জন্মে জন্মে চিনি।
পূজারিণী!
ঐ কণ্ঠ, ও-কপোত-কাঁদানো রাগিণী
ঐ আঁখি, ঐ মুখ,
ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,
ঐ তব অপরূপ রূপ,

ঐ তব দোলো-দোলো গতি-নৃত্য দুই দুল রাজহংসী জিনি' –
চিনি সব চিনি।
তাই আমি এতদিনে
জীবনের আশাহত ক্লান্ত শুষ্ক বিদগ্ধ পুলিনে
মূর্ছাতুর সারা প্রাণ ভ'রে
ডাকি শুধু ডাকি তোমা,
প্রিয়তমা!
ইষ্ট মম জপ-মালা ঐ তব সবচেয়ে মিষ্ট নাম ধ'রে!
তারি সাথে কাঁদি আমি–
ছিন্ন-কণ্ঠে কাঁদি আমি, চিনি তোমা', চিনি চিনি চিনি,
বিজয়িনী নহ তুমি–নহ ভিখারিনী,
তুমি দেবী চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী!
যুগে যুগে এ পাষাণে বসিয়াছে ভালো,
আপনারে দাহ করি' মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা', জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি!
চিনি তোমা' বারেবারে জীবনের অস্ত-ঘাটে, মরণ-বেলায়
তারপর চেনা-শেষে
তুমি-হারা পরদেশে
ফেলে যাও একা শূন্য বিদায়-ভেলায়!...

দিনান্তের প্রান্তে বসি' আঁখি-নীরে তিতি'
আপনার মনে আনি তারি দূর-দূরান্তের স্মৃতি–
মনে পড়ে–বসন্তের শেষে-আশা-ম্লান মৌন মোর আগমনী সেই নিশি,
যেদিন আমার আঁখি ধন্য হ'ল তব আঁখি-চাওয়া সনে মিশি।
তখনো সরল সুখী আমি–ফোটেনি যৌবন মম,
উন্মুখ বেদনা-মুখী আসি আমি উষা-সম
আধ-ঘুমে আধ-জেগে তখনো কৈশোর,
জীবনের ফোটো-ফোটো রাঙা নিশি-ভোর,
বাধা-বন্ধ-হারা
অহেতুক নেচে-চলা ঘূর্ণিবায়ু-পারা
দুরন্ত গানের বেগ অফুরন্ত হাসি
নিয়ে এনু পথ-ভোলা আমি অতি দূর পরবাসী।
সাথে তারি

এসেছিনু গৃহ-হারা বেদনার আঁখি-ভরা বারি।
এসে রাতে—ভোরে জেগে পেয়েছিনু জাগরণী সুর—
ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলে তুমি কাছে এসেছিলে,
মুখ-পানে চেয়ে মোর সকরুণ হাসি হেসেছিলে—
হাসি হেরে কেঁদেছিন—'তুমি কার পোষাপাখী কান্তার-বিধুর?
চোখে তব সে কি চাওয়া! মনে হল যেন
তুমি মোর ঐ কণ্ঠ ঐ সুর—
বিরহের কান্না-ভারাতুর
বনানী-দুলানো,
দখিনা সমীরে ডাকা কুসুম-ফোটানো বন-হরিণী-ভুলানো
আদি জন্মদিন হতে চেন তুমি চেন!
তারপর—অনাদরে বিদায়ের অভিমান-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা-ভাঙা
ব্যথা-গীত গেয়েছিনু সেই আধ-রাতে;
বুঝি নাই আমি সেই গান-গাওয়া ছলে
কারে পেতে চেয়েছিনু চিরশূন্য মমহিয়া-তলে—
শুধু জানি, কাঁচা-ঘুমে-জাগা তব রাগ অরুণ-আঁখি ছায়া
লেগেছিল মম আঁখি-পাতে।
আরো দেখেছিনু, ঐ আঁখির পলকে
বিস্ময়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে
ঝ' লেছিল, গ' লেছিল গাঢ় ঘন বেদনার মায়া,—
করুণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিণী
অন্ধকার নিশীথিনী-কায়া।

তৃষাতুর চোখে মোর বড় যেন লেগেছিল ভালো
পূজারিণী! আঁখি-দীপ-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ সকরুণ আলো।

তারপর—গান গাওয়া শেষে
নাম ধ' রে কাছে বুঝি ডেকেছিনু হেসে।
অমনি কী গর্জে-উঠা রুদ্ধ অভিমানে
(কেন কে সে জানে)
দুলি' উঠেছিল তব ভুরু-বাঁধা স্থির আঁখি-তরী,
ফুটে উঠেছিল জল, ব্যথা-উৎস-মুখে তাহা ঝরঝর
প' ড়েছিল ঝরি' !

একটু আদরে এত অভিমানে ফুঁ লে-ওঠা, এত আঁখি-জল,
কোথা পেলি ওরে কা'র অনাদৃতা ওরে মোর ভিখারিনী,
বল্ মোরে বল্।

এই ভাঙা বুকে
ঐ কান্না-রাঙা মুখ থুয়ে লাজ-সুখে
বল্ মোরে বল্—
মোরে হেরি' কেন এত অভিমান?
মোর ডাকে কেন এত উথলায় চোখে তব জল?
অ-চেনা অ-জানা আমি পথের পথিক
মোরে হেরে জলে পুরে ওঠে কেন তব ঐ বালিকার আঁখি অনিমিখ?
মোর পানে চেয়ে সবে হাসে,
বাঁধা-নীড় পুড়ে যায় অভিশপ্ত তপ্ত মোর শ্বাসে;
মণি ভেবে কত জনে তু'লে পরে গলে,
মণি যবে ফণী হয়ে বিষ-দগ্ধ মুখে
দংশে তার বুকে,
অমনি সে দলে পদতলে!
বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,
ভিখারিনী! তারে নিয়ে এ কি তব অকরুণ খেলা?
তারে নিয়ে একি গূঢ় অভিমান? কোন্ অধিকারে
ন্যূম ধরে ডাকটুকু তা' ও হানে বেদনা তোমারে?
কেউ ভালোবাসে নাই? কেউ তোমা' করেনি আদর?
জন্ম-ভিখারিনী তুমি? তাই এত চোখে জল, অভিমানী করুণা-কাতর
নহে তা' ও নহে—
বুকে থেকে রিক্ত-কণ্ঠে কোন্ রিক্ত অভিমানী কহে—
'নহে তা' ও নহে!'
দেখিয়াছি শতজন আসে এই ঘরে,
কতজন না চাহিতে এসে বুকে করে,
তবু তব চোখে-মুখে এ অতৃপ্তি এ কী স্নেহ-ক্ষুধা!
মোরে হেরে উছলায় কেন তব বুক-ছাপা এত প্রীতি-সুধা?
সে রহস্য, রানী!
কেহ নাহি জানে—
তুমি নাহি জান—
আমি নাহি জানি।

চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ—
কোথা হ'তে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান!...
নাহি বুঝিয়াও আমি সেদিন বুঝিনু তাই, হে অপরিচিতা!
চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধ'রে মোর অনাদৃতা সীতা!
কানন-কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্তকুমারী সতী; তব দেব-পূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলা-ছলে; চির মৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা!
নীরবে স'য়েছ সবি—
সহজিয়া! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি।

তারপর—নিশি-শেষে পাশে ব'সে শুনেছিনু তব গীত-সুর
লাজে-আধ-বাধ-বাধ শঙ্কিত বিধুর;
সুর শুনে হ'ল মনে—ক্ষণে ক্ষণে—
মনে-পড়ে-পড়ে না এ হারা কণ্ঠ যেন
কেঁদে কেঁদে সাধে, 'ওগো চেন মোরে জন্মে জন্মে চেন!'
মথুরায় পিয়া শ্যাম, রাধিকায় ভুলেছিল যবে,
মনে লাগে—এই-সুর এই গীত-রবে কেঁদেছিল রাধা,
অবহেলা-বেঁধা-বুক নিয়ে এ যেন রে অতি-অন্তরালে ললিতার কাঁদা
বন-মাঝে একাকিনী ঘু'রে ঘু'রে ঝুরে'
ফেলে-যাওয়া নাথে তার ডেকেছিল ক্লান্ত কণ্ঠে এই গীত-সুরে।
কান্তে প'ড়ে মনে
বনলতা সেন
বিষাদিনী শকুন্তলা কেঁদেছিল এই সুরে বনে সঙ্গোপনে।
হেম-গিরি-শিরে
হারা সতী উমা হ'য়ে ফিরে
ডেকেছিল ভোলানাথে এমনি সে চেনা-কণ্ঠে হায়,
কেঁদেছিল চির-সতী পতি-প্রিয়া প্রিয়ে তার পেতে পুনরায়!—
চিনিলাম বুঝিলাম সবি—
যৌবন সে জাগিল না, জাগিল না মর্মে তাই পাঠ হ'য়ে তব মুখ-ছবি।

তবু তব চেনা-কণ্ঠে মম কণ্ঠে-সুর
রেখে আমি চলে গেনু কবে কোন্ পান্থ পথে দূরে।...
দু'দিন না যেতে যেতে এ কি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে

প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্ম-মূলে!

খুঁজে ফিরি কোথা হ'তে এই ব্যথা-ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে—
আকাশ বাতাস ধরে কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তৃপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে।
কেঁদে ওঠে লতা-পাতা,
ফুল পাখী নদী-জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,
কাঁদে বুকে উপ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা!
পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই,
চীৎকারিয়া ফেরে তাই—'কোথা যাই,
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই?'
হু-হু ক'রে ওঠে প্রাণ মন করে উদাস-উদাস,
মনে হয়—এ নিখিল যৌবন-আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হতাশ!
চোখ পু'ত্রে লাল নীল কত রাঙা, আবছায়া ভাসে, আসে—আসে—
কার বক্ষ টুটে
মম প্রাণ-পুটে
কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে: দিগন্তর দুলি' মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার ত্রাসে!
কস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!
আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!
অনন্ত অপস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি' বিন্দু-সম, মাগে সিন্ধু আর!
ভগবান! ভগবান! এ কি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!
কোথা তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথা মোর তৃষ্ণা-হরা প্রেম-সিন্ধু
অনাদি পাথার!
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার!
কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি' এত বড় বিশ্বে মোর নাই শান্তি নাই!

ভাবি আর চলি শুধু, শুধু পথ চলি
পথে কত পথ-বালা যায়,
তারি পাছে হায়, অন্ধ-বেগে ধায়

ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন
পিছু ফিরে কেহ যদি চায়—অভিমানে জলে ভেসে যায় দু'নয়ন!
দেখে তা'রা হাসে,
না চাহিয়া কেহ চ'লে যায়, 'ভিক্ষা লহ' ব'লে কেহ আসে দ্বার-পাশে।
প্রাণ আরো কেঁদে ওঠে তাতে
গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে!
প্রলয় পয়োধি-নীরে গর্জে-ওঠা হুহুঙ্কার-সম
বেদনা ও অভিমানে ফু'লে ফু'লে দু'লে দু'লে ওঠে ধূ-ধূ
কোপ-ক্ষিপ্ত প্রাণ-শিখা মম!
পথবালা আসে ভিক্ষা-হাতে,
লাথি মেরে চূর্ণ করি গর্ব তার ভিক্ষা-পাত্র সাথে।
কেঁদে তারা ফিরে যায়, ভয়ে কেহ নাহি আসে কাছে;
'অনাথপিণ্ডদ' -সম
মহাভিক্ষু প্রান মম
প্রেম-বুদ্ধ লাগি হায় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা যাচে,
'ভিক্ষা দাও, পুরবাসি!
বুদ্ধ লাগি' ভিক্ষা মাগি, দ্বার হ'তে প্রভু ফিরে যায় উপবাসী!'

কত এল কত গেল ফিরে,
কেহ ভয়ে কেহ বা বিস্ময়ে!
ভাঙা বুকে কেহ,
কেহ অশ্রু-নীরে—
কত এল কত গেল ফিরে!
আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ,
বুঝিতে পারে না তাহা গৃহ-সুখী পুরনারীগণ।
তারা আসে হেসে
শেষে হাসি শেষে
কেঁদে তারা ফিরে যায়
আপনার গৃহ-স্নেহচ্ছায়।
বলে তারা, "হে পথিক! বল বল তব প্রাণ কোন্ ধন মাগে?
সুরে তব এত কান্না, বুকে তব কা'র লাগি এত ক্ষুধা জাগে?
কি যে চাই বুঝে না ক' কেহ,
কেহ আনে প্রাণ মন কেহ-বা যৌবন ধন
কেহ রূপ দেহ।

গর্বিতা ধনিকা আসে মদদত্তা আপনার ধনে,
আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে।...
সব ব্যর্থ, ফিরে চলে নিরাশায় প্রাণ
পথে পথে গেয়ে গেয়ে গান—
"কোথা মোর ভিখারিনী পূজারিণী কই?
যে বলিবে—'ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি
ওগো মোর স্বামি!
রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনী, বিজয়িনী নই' !"

মরু মাঝে ছুটে ফিরি বৃথা'
হু-হু ক'রে জ্ব'লে ওঠে তৃষা—
তারি মাঝে তৃষ্ণা-দগ্ধ প্রাণ
ক্ষণেকের তরে কবে হারাইল দিশা।

দূরে কার দেখা গেল হাতছানি যেন—
ডেকে ডেকে সে-ও কাঁদে—
'আমি নাথ তব ভিখারিণী,
আমি তোমা' চিনি,
তুমি মোরে চেন।'

বুঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে,
এ যে মিথ্যা মায়া,
জল নহে এ-যে খল, এ যে ছল মরীচিকা-ছায়া!
'ভিক্ষা দাও' ব'লে আমি এনু তার দ্বারে,
কোথা ভিখারিণী? ওগো এ যে মিথ্যা মায়াবিনী,
ঘরে ডেকে মারে।
এ যে ক্রূর নিষাদের ফাঁদ,
এ যে ছলে জিনে নিতে চাহে ভিখারীর ঝুলির প্রসাদ।
হল না সে জয়ী,
আপনার জালে প'ড়ে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী।
কাঁটা-বেঁধা রক্তমাখা প্রাণ নিয়া এনু তব পুরে,
জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়
তখনো তোমার প্রাণ পুড়ে।
তবু কেন কতবার মনে যেন হ'ত,

তব স্নিগ্ধ মদির পরশ মুছে নিতে পারে মোর
সব জ্বালা সব দগ্ধ ক্ষত।
মনে হত' প্রাণ তব প্রাণে যেন কাঁদে অহরহ—
'হে পথিক! ঐ কাঁটা মোরে দাও, কোথা তব ব্যথা বাজে
কহ্ মোরে কহ!'
নীরব গোপন তুমি মৌনা তাপসিনী,
তাই তব চির-মৌন ভাষা
শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই ঐ ক্ষুদ্র চাপা-বুকে
কাঁদে কত ভালবাসা আশা!

এরি মাঝে কোথা হ'তে ভেসে এল মুক্তধারা মা আমার
সে ঝড়ের রাতে,
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পাতে।
কোথা গেল পথ—
কোথা গেল রথ—
ডুবে গেল সব শোক-জ্বালা,
জননীর ভালোবাসা এ ভাঙা দেউলে যেন দুলাইল দেয়ালীর আলা!
গত-কথা গত-জন্ম হেন
হারা-মায়ে পেয়ে আমি ভুলে গেনু যেন।
গৃহহারা গৃহ পেনু, অতি শান্ত সুখে
কত জন্ম পরে আমি প্রাণ ভ'রে ঘুমাইনু মুখ থুয়ে জননীর বুকে।
শেষ হ'ল পথ-গান গাওয়া,
ডেকে ডেকে ফিরে গেল হা-হা স্বরে পথসাথী তুফানের হাওয়া।

আবার আবার বুঝি ভুলিলাম পথ
বুঝি কোন্ বিজয়িনী-দ্বার-প্রান্তে আসি' বাধা পেল পার্থ-পথ-রথ।
ভুলে গেনু কারে মোর পথে পথে খোঁজা,—
ভুলে গেনু প্রাণ মোর নিত্যকাল ধরে অভিসারী
মাগে কোন্ পূজা,
ভুলে গেনু যত ব্যথা শোক,—
নব সুখ-অশ্রুধারে গ'লে গেল হিয়া, ভিজে গেল অশ্রুহীন চোখ।

যেন কোন্ রূপ-কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি,
সুরভিতে মেতে ওঠে বুক,

উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র উগ্র ব্যথা-সুখ।
বাঁচিয়া নতুন ক'রে মরিল আবার
সীধু-গোত্রী বাণ-বেঁধা পাখী।...
...ভেঙে গেল রক্তে মোর মন্দিরের বেদী—
জাগিল না পাষাণ-প্রতিমা।
অপমানে দাবানল-সম তেজে
রুখিয়া উঠিল এইবার যত মোর ব্যথা-অরুণিমা।
হুঙ্কারিয়া ছুটিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি'
বেদনার আদি হেতু স্রষ্টা পানে মেঘ অভ্রভেদী,
ধূমধ্বজ প্রলয়ের ধূমকেতু-ধূমে
হিংসা হোমশিখা জ্বালি' সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।

...একি মায়া! তার মাঝে মাঝে
মনে হ'ত, কত দূর হ'তে প্রিয় মোর নাম ধরে যেন তব বীণা বাজে!
সে সুদূর গোপন পথের পানে চেয়ে
হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্রু-রাঙা বেদনার রসে যেতো ছেয়ে।
সেই সুরে সেই ডাকে ঘুরি' ঘুরি'
তুলিলাম অতীতের জ্বালা,
বুঝিলাম তুমি সত্য—তুমি আছ,
অনাদৃতা তুমি মোর, তুমি মোরে মনে প্রাণে যাচ',
একা তুমি বনবালা
মোর তরে গাঁথিতেছ মালা
আপনার মনে
লাজে সঙ্গোপনে।
জন্ম জন্ম ধরে চাওয়া তুমি মোর সেই ভিখারিনী।
অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হয়ে হেসে ওঠে কহে—'চিনি, চিনি।
বেঁচে ওঠ মরা প্রাণ! ডাকে তোরে দূর হতে সেই—
যার তরে এত বড় বিশ্বে তোর সুখ-শান্তি নেই!'

তারি মাঝে
কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজে?
কে যেন রে পিছু ডেকে চীৎকারিয়া কয়—
'বন্ধু, এ যে অবেলায়! হতভাগ্য, এ যে অসময়!'

শুনিনু না মানা, মানিনু না বাধা,
প্রাণে শুধু ভেসে আসে জন্মান্তর হতে যেন বিরহিনী ললিতার কাঁদা!
ছুটে এনু তব পাশে
ঊর্ধ্বশ্বাসে,
মৃত্যু-পথ অগ্নি-রথ কোথা পড়ে কাঁদে, রক্ত-কেতু গেল উড়ে পুড়ে,
তোমার গোপন পূজা বিশ্বের আরাম নিয়া এলো বুক জুড়ে।

তারপর যা বলিব হারায়েছি আজ তার ভাষা;
আজ মোর প্রাণ নাই, অশ্রু নাই, নাই শক্তি আশা।
যা বলিব আজ ইহা গান নহে, ইহা শুধু রক্ত-ঝরা প্রাণ-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা ভাষা।
ভাবিতেছ, লজ্জাহীন ভিখারীর প্রাণ—
সে-ও চাহে দেওয়ার সম্মান!
সত্য প্রিয়া, সত্য ইহা; আমিও তা স্মরি'
আজ শুধু হেসে হেসে মরি!
তবু শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রিয়তমা, দ্বার হ'তে দ্বারান্তরে
ব্যর্থ হয়ে ফিরে
এসেছিনু তব পাশে, জীবনের শেষ চাওয়া চেয়েছিনু তোমা'।
প্রাণের সকল আশা সব প্রেম ভালোবাসা দিয়া
তোমারে পূজিয়াছিনু, ওগো মোর বে-দরদী পূজারিণী প্রিয়া,
ভেবেছিনু, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে,
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন
অবহেলে শুধু ভালোবেসে।
ভেবেছিনু, দুর্বিনীত দুর্জয়ীরে জয়ের গরবে
তব প্রাণে উদ্ভাসিবে অপরূপ জ্যোতি, তারপর একদিন
তুমি মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া
বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে।

ছিল আশা, ছিল শক্তি, বিশ্বটারে টেনে
ছিঁড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেবো এনে!
কিন্তু হায়! কোথা সেই তুমি? কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সেই নাড়ী-ছেঁড়া প্রাণে প্রাণে টান?

এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ;

আজ হেরি—তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,—
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?
মোর বুকে জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান্,
তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, এ দৃষ্টি যাহারে দেখে,
তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখে তার প্রাণ।
লোভে আজ তব পূজা কলুষিত, প্রিয়া,
আজ তারে ভুলাইতে চাহ,
যারে তুমি পূজেছিলে পূর্ণ মন-প্রাণ সমর্পিয়া।
তাই আমি ভাবি, কার দোষে—
অকলঙ্ক তব হৃদি-পুরে
জ্বলিল এ মরণের আলো কবে প'শে?
তবু ভাবি, একি সত্য? তুমিও ছলনাময়ী?

যদি তাই হয়, তবে মায়াবিনী অয়ি!
ওরে দুষ্ট, তাই সত্য হোক।
জ্বালো তবে ভালো ক'রে জ্বালো মিথ্যালোক।
আমি তুমি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
সব মিথ্যা হোক;
জ্বালো ওরে মিথ্যাময়ী, জ্বালো তবে ভালো ক'রে
জ্বালো মিথ্যালোক।

তবে মুখপানে চেয়ে আজ
বাজ-সম বাজে মর্মে লাজ;
তব অনাদর অবহেলা স্মরি' স্মরি'
তারি সাথে স্মরি' মোর নির্লজ্জতা
আমি আজ প্রাণে প্রাণে মরি।

মনে হয়—ডাক ছেড়ে, কেঁদে উঠি, মা বসুধা দ্বিধা হও!
ঘৃণাহত মাটিমাখা ছেলেরে তোমার
এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হ'তে অন্ধকারে টেনে লও!
তবু বারে বারে আসি আশা-পথ বাহি',
কিন্তু হায়, যখনই ও-মুখ পানে চাহি

মনে হয়,—হায়, হায়, কোথা সেই পূজারিণী,
কোথা সেই রিক্তা সন্ন্যাসিনী?
এ যে সেই চির-পরিচিত অবহেলা,
এ যে সেই চির ভাবহীন মুখ!
পূর্ণা নয়, এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি—
অপমানে ফেটে যায় বুক!
প্রাণ নিয়া এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা, হায়!
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দ'লে অলক্তক পরে এরা পায়!
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি।
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন।...
যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে,
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে!

বুঝিয়াছি, শেষবার ঘিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁধি,
রিক্ত প্রাণে তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া ওঠে তাই,
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি?
জ্বলে' ওঠ্ এইবার মহাকাল ভৈরবের নেত্রজ্বালা সম ধ্বক্-ধ্বক্,
হাহাহার-করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্ত শিখা অনন্ত পাবক!
আন্ তোর বহ্নি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তূরী!
হান্ তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর্ এই মিথ্যাপুরী।
রক্ত-সুধা-বিষ আন্ মরণের ধর্ টিপে টুঁটি!
এই মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক্ কুটি-কুটি!

কণ্ঠে আজ এত বিষ, এত জ্বালা,
তবু বালা,
থেকে থেকে মনে পড়ে—
যতদিন বাসিনি তোমারে আমি ভালো,
যতদিন দেখিনি তোমার বুক-ঢাকা রাগ-রাঙা আলো,

তুমি ততদিন-ই
যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিনী।
ততদিনই এতটুকু অনাদরে বিদ্রোহের তিক্ত অভিমানে
তব চোখে উছলাতো জল, ব্যথা দিত তব কাঁচা প্রাণে;
একটু আদর-কণা একটুকু সোহাগের লাগি'
কত নিশি-দিন তুমি, মনে কর, মোর পাশে রহিয়াছ জাগি',
আমি চেয়ে দেখি নাই; তারই প্রতিশোধ
নিলে বুঝি এতদিনে! মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে
অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছ মোর শ্বাস-রোধ!
আজি আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি—
অকরুণা! প্রাণ নিয়ে এ মিথ্যা অকরুণ খেলা!
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার, নারী!
এ অঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।
ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান,
একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি' দিয়া
মন-প্রাণ লভে অবসান।
ভুল, তাহা ভুল,
বায়ু শুধু ফোটায় কলিকা, অলি এসে হ'রে নেয় ফুল!
বায়ু বলী, তার তরে প্রেম নহে, প্রিয়া!
অলি শুধু জানে ভালো কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া!

পথিক দখিনা-বায়ু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে
মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি-জানা দেশে!
বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি'
কত সুখী আমি আজ সেই কথা স্মরি'!
আমি না বাসিতে ভালো তুমি আগে বেসেছিলে ভালো,
কুমারী-বুকের তব সব স্নিগ্ধ রাগ-রাঙা আলো
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুকে-মুখে
ভিখারীর ভাঙা বুকে পুলকের রাঙা বান ডেকে যায় আজ সেই সুখে!
সেই প্রীতি, সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি'
মনে হয় এ জীবন এ জনম ধন্য হ'ল—আমি আজ তৃপ্ত হ'য়ে মরি।
না চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি—শুধু তুমি,

সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার ক'রে তব প্রিয় নাম চুমি।

মোরে মনে প'ড়ে
একদা নিশীথে যদি প্রিয়
ঘুমায়ে কাহারও বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে,
মনে ক'রো, মরিয়াছে, পিয়াছে আপদ;
আর কভু আসিবে না
উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও-পদ-কোকনদ!
মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী,—
অমর হইয়া আছে—র'বে চিরদিন
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!

অভিশাপ

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে।

ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
ফির্‌বে মরু কানন গিরি,
সাগর আকাশ বাতাস চিরি'
যেদিন আমায় খুঁজ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!
স্বপন ভেঙে নিশুত্ রাতে জাগ্‌বে হঠাৎ চম্‌কে',
কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায় ওঠ্‌বে ও-বুক ছম্‌কে',—
জাগবে হঠাৎ চম্‌কে'!
ভাব্‌বে বুঝি আমিই এসে

বসনু বুকের কোলটি ঘেঁষে,
ধরতে গিয়ে দেখবে যখন—
শূন্য শয্যা! মিথ্যা স্বপন!
বেদনাতে চোখ বুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

গাইতে ব'সে কণ্ঠ ছিঁড়ে আসবে যখন কান্না,
বলবে সবাই—"সেই যে পথিক তার শেখানো গান না?—"
আসবে ভেঙে কান্না!

প'ড়বে মনে আমার সোহাগ,
কণ্ঠে তোমার কাঁদবে বেহাগ!
পড়বে মনে অনেক ফাঁকি,
অশ্রু-হারা কঠিন আঁখি
ঘন ঘন মুছবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আবার যেদিন শিউলি ফু'টে ভরবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে-ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কণ—
কাঁদবে কুটীর-অঙ্গন!
শিউলি-ঢাকা মোর সমাধি
প'ড়বে মনে, ওঠবে কাঁদি'!
বুকের মালা ক'রবে জ্বালা,
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আসবে আবার আশিন হাওয়া, শিশির-ছোঁয়া রাত্রি,
থাকবে সবাই—থাকবে না এই মরণ-পথের যাত্রী!
আসবে শিশির-রাত্রি!
থাকবে পাশে বন্ধু-স্বজন,
থাকবে রাতে বাহুর বাঁধন,
বঁধুর বুকের পরশনে
আমার পরশ আনবে মনে—

বিষিয়ে ও-বুক উঠ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

আস্‌বে আবার শীতের রাতি, আস্‌বে না ক' আর সে—
তোমার সুখে পড়ত বাঁধা থাক্‌লে যে-জন পার্শ্বে,
আস্‌বে না ক' আর সে!
পড়বে মনে, মোর বাহুতে
মাথা থুয়ে যে-দিন শুতে,
মুখ ফিরিয়ে থাকতে ঘৃণায়!—
সেই স্মৃতি নিত্ ঐ-বিছানায়
কাঁটা হয়ে ফুট্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

আবার গাঙে আস্‌বে জোয়ার, দুল্‌বে তরী রঙ্গে,
সেই তরীতে হয়ত কেহ্ থাক্‌বে তোমার সঙ্গে—
দুল্‌বে তরী রঙ্গে।
প'ড়বে মনে, সে কোন্ রাতে
এক তরীতে ছিলেম সাথে,
এম্‌নি গাঙে ছিল জোয়ার,
নদীর দু' ধার এম্‌নি আঁধার,
তেম্‌নি তরী ছুট্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে।

তোমার সখার আস্‌বে যেদিন এমনি কান্না-বন্ধ,
আমার মতন কেঁদে কেঁদে হয়তো হবে অন্ধ—
সখার কান্না-বন্ধ!
বন্ধু তোমার হান্‌বে হেলা,
ভাঙ্‌বে তোমার সুখের মেলা;
দীর্ঘ বেলা কাট্‌বে না আর,
বইতে প্রাণের শ্রান্ত এ-ভার
মরণ-সনে বুঝ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

ফুট্‌বে আবার দোলন্-চাঁপা চৈতী-রাতের চাঁদ্‌নী,

আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজ্‌বে আমার কাঁদ্‌নী—
চৈতী-রাতের চাঁদ্‌নী।
ঋতুর পরে ফির্‌বে ঋতু,
সেদিন—হে মোর সোহাগ-ভীতু!
চাইবে কেঁদে নীল নভোগা'য়,
আমার মতন চোখ ভ'রে চায়
যে-তারা তায় খুঁজ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!
আসবে ঝড়ি, নাচবে তুফান, টুট্‌বে সকল বন্ধন,
কাঁপ্‌বে কুটীর সেদিন ত্রাসে, জাগ্‌বে বুকে ক্রন্দন—
টুট্‌বে যবে বন্ধন!
পড়বে মনে, নেই সে সাথে
বাঁধবে বুকে দুঃখ-রাতে।—
আপনি গালে যাচ্‌বে চুমা,
চাইবে আদর, মাগ্‌বে ছোঁওয়া,
আপনি যেচে চুম্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!
আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হান্‌ত,
সেই আঘাতই যাচ্‌বে আবার হয়তো হ'য়ে শ্রান্ত—
আস্‌বে তখন পান্থ।
হয়তো তখন আমার কোলে,
সোহাগ লোভে প'ড়বে ঢ'লে,
আপ্‌নি সেদিন সেধে-কেঁদে
চাপ্‌বে বুকে বাহুয় বেঁধে,
চরণ চু'মে পূজ্‌বে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

আশান্বিতা

আবার কখন্ আস্‌বে ফিরে সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত,
হয়তো সে কোন্ নিশুত রাতে ডাক্‌বে এসে অকস্মাৎ!

সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।
যতই কেন বেড়াও ঘুরে
মরণ বনের গহন জুড়ে
দূর সুদূরে,
কাঁদ্‌লে আমি আস্‌বে ছুটে, রইতে দূরে নার্‌বে নাথ,
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

কপট! তোমার শপথ-পাহাড় বিন্ধ্যসম হোক্ না সে,
ঝড়ের মুখে খড়ের মতন উড়্‌বে তা মোর নিঃশ্বাসে—
একটি ছোট্ট নিঃশ্বাসে!
রাত্রি জেগে কাঁদ্‌ছি আমি
শুন্‌বে যখন, হে মোর স্বামি,
সুদূরগামী!
আগল ভেঙে আস্‌বে পাগল, চুম্‌বে সজল নয়ন-পাত,
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

জানি সখা, আমার চোখের একটি বিন্দু অশ্রুজল,
নিব্‌বে তাতেই তোমার বুকের অগ্নি-সিন্ধু নীল গরল,
আমার চোখের অশ্রুজল!
তোমার আদর-সোহাগিনী
তাই তো কাঁদায় নিশিদিনই
এ অধীনী,
ভুল্‌বে জানি তোমার রাণী গরবিনীর সব আঘাত!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

আস্‌বে আবার পদ্মানদী, দুল্‌বে তরী ঢেউ-দোলায়,
তেম্‌নি ক'রে দুল্‌ব আমি তোমার বুকের পরকোলায়।
দুল্‌বে তরী ঢেউ-দোলায়!
পাগ্‌লী নদী ওঠ্‌বে ক্ষেপে,
তোমায় তখন ধর্‌ব চেপে
বক্ষ ব্যেপে,
মরণ-ভয়কে ভয় কি তখন, জড়িয়ে কণ্ঠ থাক্‌বে হাত!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

পোড়া চোখের জল ফুরায় না, কেমন ক'রে আস্‌বে ঘুম?
মনে পড়ে শুধু তোমার পাতাল-গভীর মাতাল চুম,
কেমন ক'রে আস্‌বে ঘুম?
আজ যে আমার নিশীথ জুড়ে
একলা থাকার কান্না ঝুরে
হতাশ সুরে,
পুবের হাওয়ায় কাঁদ্‌বে সে সুর, আস্‌বে পছিম হাওয়ার সাথ!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

বিজ্‌লী-শিখায় প্রদীপ জ্বেলে তাদর রাতের বাদল মেঘ,
দিগ্বিদিকে খুঁজছে তোমায় ডাক্‌ছে কেঁদে বজ্র-বেগ—
দিগ্বিদিকে খুঁজছে মেঘ!
তোমার আশায় ঐ আশা-দীপ
জ্বালিয়েছে আজ দিক ত'রে নীপ,
হে রাজ-পথিক,
আজ না আসো, এসো যেদিন দীপ নিবাবে ঝন্‌ঝাবাত!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।

পিছু—ডাক

সখি! নতুন ঘরে গিয়ে আমায় প'ড়বে কি আর মনে?
সেথায় তোমার নতুন পূজা নতুন আয়োজনে।
প্রথম দেখা তোমায় আমায়
যে গৃহ-ছায় যে আঙিনায়,
যেথায় প্রতি ধূলি-কণায়
লতাপাতার সনে—
নিত্য চেনার বিত্ত রাজে চিত্ত-আরাধনে,
পুণ্য সে ঘর শূন্য এখন কাঁদ্‌ছে নিরজনে।।

সেথা তুমি যখন ভুল্‌তে আমায়, আস্‌ত অনেক কেহ,
তখন আমার হয়ে অভিমানে কাঁদ্‌তে যে ঐ গেহ।

যেদিক পানে চাইতে সেথা
বাজত আমার স্মৃতির ব্যথা,
সে গ্লানি আজ ভুলবে হেথা
নতুন আলাপনে।
আমিই শুধু হারিয়ে গেলেম হারিয়ে-যাওয়ার বনে।।

আমার এতদিনের দূর ছিল না সত্যিকারের দূর,
ওগো আমার সুদূর করত নিকট ঐ পুরাতন পুর।
এখন তোমার নতুন বাঁধন,
নতুন হাসি, নতুন কাঁদন,
নতুন সাধন, গানের মাতন
নতুন আবাহনে।
আমারই সুর হারিয়ে গেল সুদূর পুরাতনে।।

সখি! আমার আশাই দুরাশা আজ, তোমার বিধির বর,
আজ মোর সমাধির বুকে তোমার ওঠবে বাসর-ঘর।

শূন্য ভ'রে শুনতে পেনু
ধেনু-চরা বনের বেণু—
হারিয়ে পেনু হারিয়ে পেনু
অস্ত-দিগঙ্গনে।
বিদায় সখি, খেলা-শেষ এই বেলা-শেষের ক্ষণে!
এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহকোণে।।

মুখরা

আমার কাঁচা মনে রং ধরেচে আজ,
ক্ষমা কর মা গো আমার আর কি সাজে লাজ?
আমার কাঁচা মনে রং ধরেচে আজ।।

আমার ভুবন ওঠ্‌ছে রেঙে
তার পরশের সোহাগ লেগে,
ঘুমিয়ে ছিনু দেখ্‌নু জেগে মা,
আমায় জড়িয়ে বুকে দাঁড়িয়ে আছেন নিখিল হৃদয়-রাজ!
ক্ষমা কর মা গো আমার আর কি সাজে লাজ?

আমায় দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী!
মা গো, আমি আর কি মিথ্যা লজ্জা ক'রে পারি?
আমায় দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী!

জগৎ যারে পায় না সেধে
সেই সে যখন সাধ্‌ছে কেঁদে
আমার চরণ বক্ষে বেঁধে মা,
আমি বাঁধব না চুল, এই ভালো মোর ভিখারিনীর সাজ।
ক্ষমা কর মা গো আমার আর কি সাজে লাজ?

আমার কিসের সজ্জা, কিসের লজ্জা, কিসের পরানপণ?
মা গো বক্ষে আমার বিশ্বলোকের চির-চাওয়া ধন,
আমার কিসের সজ্জা, কিসের লজ্জা, কিসের পরানপণ?

বিশ্ব-ভুবন যার পদছায়
সেই এসে হায় মোর পদ চায়,
আমার সুখ-আবেগে বুক ফেটে যায় মা,
আজ লাজ ভুলেছি, সাজ ভুলেছি, ভুলেছি সব কাজ।
ক্ষমা কর মা গো আমার আর কি সাজে লাজ?

সাধের ভিখারিনী

তুমি মলিন বাসে থাক যখন, সবার চেয়ে মানায়!
তুমি আমার তরে ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়!
জানি, প্রিয়ে, জানি জানি,

তুমি হতে রাজার রানী,
খাট্‌তে দাসী, বাজ্‌ত বাঁশী
তোমার বালাখানায়।
তুমি সাধ ক'রে আজ ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়।।

দেবি! তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু ভিখারীকে ভালোবেসে সাজ্‌লে ভিখারিনী।
সব ত্যজি' মোর হ'লে সাথী,
আমার আশায় জাগছ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার
হিয়ার কানায় কানায়!
তুমি সাধ ক'রে মোর ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়।।

কবি–রানী

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।।

আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা-তারা
পুবের অরুণ রবি,—
তুমি ভালোবাস বলে' ভালোবাসে সবি।।
আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমায় মাঝে আসি'
অসিতে মোর বাজাও বাঁশী,
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি

আমার বাণী জয়মাল্য, রানী! তোমার সবি।।
তুমি আমায় ভালোবাস তাই–তো আমি কবি।
আমার এ রূপ,—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।।

আশা

আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়ুব দোরে ট'লে,
আমার লুটিয়ে–পড়া দেহ তখন ধর্‌বে কি ঐ কোলে?
বাড়িয়ে বাহু আস্‌বে ছু'টে?
ধরবে চেপে পরান–পুটে?
বুকে রেখে চুম্‌বে কি মুখ
নয়ন–জলে গ'লে?
আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়ুব দোরে ট'লে!

তুমি এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহেলা,
তা ভুল্‌বে না কি যুগের পরে ঘরে–ফেরার বেলা?
বল বল জীবন–স্বামি,
সেদিনও কি ফির্‌ব আমি?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না
ঐ চরণের তলে?
আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়ুব দোরে ট'লে!

শেষ প্রার্থনা

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে,
যেন এম্‌নি কাটে আস্‌ছে–জনম তোমায় ভালোবেসে।

এম্‌নি আদর, এম্‌নি হেলা

মান-অভিমান এম্‌নি খেলা,
এম্‌নি ব্যথার বিদায়-বেলা
এম্‌নি চুমু হেসে,
যেন শুভমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে!
এবার ব্যর্থ আমার আশা যেন সকল প্রেমে মেশে!

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে।।

যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধে, হে মোর জীবন-স্বামি!
এবার এক হয়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি!

আপন সুখকে বড় ক'রে
যে-দুখ পেলেম জীবন ভ'রে,
এবার তোমার চরণ ধ'রে
নয়ন-জলে ভেসে'
যেন পূর্ণ ক'রে তোমায় জিনে' সব-হারানোর দেশে,
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে।

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে।।

সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,
যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকী!
চাঁদে চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী,
জানে প্রাণ কেন প্রিয়ে প্রিয়-তম চুমু দি' !

* * *